



জনমত

প্রস্তুতিমূলক পড়াশোনা চলার কথা
সে সময়টায় তাদের পাঠসূচী শেষ
করার জন্যে ক্লাসে বাজরাতেই
বাস্তব থাকতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের
ছাত্রদের ব্যবহারিক পরীক্ষা অতি
গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই ব্যবহারিক
ক্লাসও তাদের শেষ হয়নি কাজেই
জুলাই-এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে
অনেক ভালো ছাত্রের পক্ষেও আশা-
নুরূপ ফল করা সম্ভব হবে না।

ছাত্রছাত্রীদের এসব বাস্তব অস-
বিধার দিকে না তাকিয়ে কতপক্ষে
শুধু তারিখ ঘেঁষাই নয়, এই সাথে
তারা যে সময়সূচী দিয়েছেন, তাও
ছাত্রছাত্রীদের হতাশ করেছে। এই
সময়সূচীতে ছুটির দিনেও (রবি
বার) পরীক্ষা পড়েছে। এবং কোন
কোন বিষয়ের পরীক্ষার মধ্যে মোটেই
বিরতি দেয়া হয়নি। উদাহরণস্বরূপ
বাণিজ্য বিভাগের পরীক্ষা ১৬-৬-৭৯
তারিখ থেকে ১৯-৬-৭৯ তারিখ
পর্যন্ত প্রতিদিন বিরতিহীন ভাবে
চলবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা
যে ভিজিট পরীক্ষা ছাত্রছাত্রীদের
জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।
অন্যান্য পরীক্ষার তুলনায় পত্রের
হারাও এখনে কম হয়। এ পরীক্ষার
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরীক্ষার্থীরা
যদি খানিকটা পড়াশোনার সময় পায়
তাহলে তাদের ফল নিশ্চয়ই ভালো
হবে। কাজেই কতপক্ষের কাছে
আমাদের আবেদন, পূর্বঘোষিত সময়
এবং পরীক্ষার সময়সূচী পরিবর্তন
করে অন্ততঃ ২ মাস পিছিয়ে পরী-
ক্ষার তারিখ নির্ধারণ করা হোক এবং
পরীক্ষার সময়সূচী এমনভাবে নির্ধা-
রণ করা হোক যাতে ছাত্রছাত্রীরা একটি
পত্রের জন্যে অন্ততঃ দু'দিন করে
পড়ার সময় পেতে পারে।

—সেলিম দুর্জানী, জেলায়ন, ফজল,
সাইদুল হক, কমল, মোহরাওয়ারী
কলেজ, ঢাকা।